জ্যোতির্গময়া হয়ে উঠুক ইনফো ক্যুইজ

নন্দিতা দত্ত

এই সময় আগরতলা আক্রান্ত। এমন একটা লাইন চমকে দেওয়ার মতো যথেষ্ট। তারপর প্রশ্নটা আক্রান্ত শব্দটাকে ঘিরে। যাবতীয় নজর কিসে আক্রান্ত!।

আক্রান্ত কুইজ জ্বরে বা উন্মাদনায়।

'সাদামাটা' ভাবে শুরু হয়েও ইনফো ডট কমের মেগা কুইজ প্রথম বছর থেকে রাজ্যে বিশেষ করে আগরতলায় বেশ 'সাড়া' ফেলেছে। 'সাদামাটা ভাবে' অথচ বিশেষ ভাবে 'সাড়া' এরকম বিপরীত দুটো ভাবনা কি করে ভাবছি? সাদামাটা বলতে রাজ্যে বা আগরতলায় যত ইতিবাচক ঘটনা ঘটে তা থেকে যে এটি অনুপম ব্যাপার প্রথম দিকে বোঝা যায়নি কিন্তু প্রথম থেকেই সাড়া ফেলেছে বা বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

দিনে দিনে এই বিশেষ অনুভূতির প্রভাব এতটাই পরিব্যাপ্ত রূপ নিচ্ছে যে এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা বা পর্যবেক্ষণের আগ্রহ জন্ম নিয়েছে। অনেকেরই কুইজ নিয়ে 'বিশেষ অনুভূতি' যেমন ছিলনা অথচ নানা কারনে অংশ গ্রহন ছিল। ফলে বছরের পর বছর এই ধরনের অংশ গ্রহন বা প্রভাব অনেকের মধ্যেই অনুবাহক হয়েছে। যা অবশ্যই ইতিবাচক বা প্রশংসনীয়।

কুইজ বা প্রশ্নোত্তর কারোর সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপ্তি বাড়ালেও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটায় বলে মনে হয় না। কিন্তু তথাপি যা লক্ষনীয়, প্রতিযোগিতা মূলক হওয়ার ফলে এবং আকর্ষনীয় পুরস্কারের দরুণ শুধু স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষাবিদ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে বেকার যুবক, গৃহবধু থেকে ব্যাংক আধিকারিক, শিক্ষক থেকে কেরানী সবার মধ্যেই কুইজ এক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে। সেই প্রভাবের কারনে অংশ গ্রহনে ইচ্ছুকরা কিছু বই পড়ে। ছাত্র/ছাত্রীরা সিলেবাসের বাইরে গিয়ে চলচিত্র, সাহিত্য, বিশ্বের রাজনৈতিক এবং অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীকে নিজের জ্ঞানের দর্পনে এনে প্রকাশ করতে চায়। ফলে এই সমস্ত বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ নিয়েই জ্ঞান চর্চা না করলেও কিছুটা নাড়াচাড়া করে। অনুসন্ধিৎসা এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পড়তে বাধ্য হয়। এই বাধ্যতা থেকে জন্মায় নেশা। এদিক থেকে এই নেশা জাগানোর ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সফল ত্রিপুরা ইনফো ডটকমের 'মেগা কুইজ'।

আজকাল সিলেবাসের পড়া, টিউশানের বাধ্যকতায় ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে কমে গেছে সিলেবাসের বাইরে বই পড়ার প্রতি অনুরাগ, পড়ার নেশা, অনুসন্ধিৎসা কমে গেছে। টিভি এবং আধুনিক আরোও নানা মিডিয়ার কারণে তৈরী হয়েছে এক ধরণের মানসিক জড়তা। এর দিকেই ধাবিত হচ্ছে নব প্রজন্ম। অথচ এই নব প্রজন্মই একদিন প্রৌঢ় প্রজন্ম হবে যারা দায়িত্ব নেবে আগামীর দেশ ও রাজ্যের মানুষের। সিলেবাসের পড়াটাতেই আটকে থাকলে মানসিক বিকাশের গতি ব্যাহত হয়। এই জায়গায় ত্রিপুরা ইনফোর উদ্যোগে নতুন অনেকের মধ্যে একখানা নতুন ক্রিয়া হয়তো তৈরী হয়েছে যার মাধ্যমে বইয়ের বাইরে যেমন - নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্র শিল্প, ক্রীড়ার খবর গুলো জানার ঝোঁক বেড়েছে। এর থেকে একটা অংশের ছেলেমেয়েদের মানসিক উত্তরণ ঘটেছে বলে ধারণা করা যায়।

দ্বিতীয়ত ইনফো ডট কমের ক্যুইজ অনুষ্ঠান প্রথম থেকে শুরুর আগে পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় রাজ্যে নিয়মিত ভাবে বেশ কিছু সামাজিক ঘটনা বা সামাজিক উৎসব যাই সংঘটিত হয়ে থাকুক না কেন সেগুলি দীর্ঘ দিনের চর্চার ফলে আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবেসিত ও বৈচিত্র্যতার অভাব এসে পড়েছিল, হয়তো এখনো আমাদের বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারছিল বলে দাবী করা কঠিন। (ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত নয়) যেমন ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠান সমাজের বিশেষ স্তরেই সীমাবদ্ধ। বইমেলা বইয়ের উৎসব হয়েও একই রকমের ষ্টিরিওটাইপ হয়ে উঠেছে। কয়েক বছর চলা ফিল্ম ফেস্টিবেল একটা সময় বৌদ্ধিক বিকাশের হাতিয়ার হয়েও সে ধারা ধরে রাখতে পারেনি। সিনেমা নিয়ে আলোচনা বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারতো। তা প্রায় রুদ্ধ হয়েই গেল বোধহয়। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সবগুলোতে অংশগ্রহনকারীর আত্মীয় স্বজন যত সহজে আকর্ষিত হয় এবং বাইরের বৃহৎ অংশ এর বাইরেই থেকে যায়। এ ঘটনাগুলো নানা কারণে হচ্ছে। ৭ দিন ধরে চলা আন্ত অফিস নাটক প্রতিযোগিতা বা ছোটদের নাটক প্রতিযোগিতায় নাটকের লোকজন ছাড়া কজন তাদের অভিনয় দেখতে যান? নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছানো যাচ্ছে না কি কারণে? অথচ নাটক নিয়ে উন্মাদনা ছিল।

সেই বৌদ্ধিক অনুশীলনের অনুষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে যে আকর্ষণহীনতা সৃষ্টি হয়েছে ঠিক সেই সময়ে ত্রিপুরা ইনফোর কুইজ অনেকটাই 'ব্যাতিক্রমী' হিসাবে নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তা করছে বলে দাবী করা যায় না। কিন্তু অল্প বয়সীদের মধ্যে যে রকম ইতিবাচক নাড়া দিতে পেরেছে। যা পরোক্ষে প্রভাব ফেলছে নব প্রজন্মের বৌদ্ধিক বিকাশে। ইনফোর এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে লক্ষ্য করা যায় উদ্যম এবং তাতে রয়েছে দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন। এই অংশগ্রহন সৃজনশীল। কারন এখানে যারা প্রশ্ন তৈরী করছেন তাঁদের যেমন পড়ে প্রশ্ন তৈরী করতে হচ্ছে তারাও পড়ছে। এটা নিদিষ্ট কোন বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকছেনা। নানা ধরনের বই পড়া, আলোচনা করা সবটাই নতুন জানার লক্ষ্যে, যা সৃজনশীলতার আরেক মুখ। যা ইনফোর এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের মূল দিক। শেষে এটুকু বলা উচিত শুধু কুইজে এটাকে না রেখে আরো পূর্নাঙ্গ শিক্ষামূলক কর্মসূচী হিসাবে কোন বিষয় নিয়ে উদ্যোক্তারা নজর দিতে পারেন। উদ্যোক্তাদের প্রায় সবাই-ই মিডিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়মিত লেখাপড়া, জ্ঞানার্জনে সৃজনশীল কাজে যুক্ত রয়েছেন। তাদের কাছে সমাজ এমনটাই আশা করে।

যেকোন অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন দিয়েই শুরু হয়। কিন্ত ইনফোর কুইজের আরেকটি বিশেষত্ব একটি পর্ব শেষে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব। উদ্দ্যোক্তারা জানালেন, প্রতিবারের মতো এ বছরও মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বেলা ১২টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। আর এবারের অভিনবত্ব ককবরক ভাষায় একটি রাউন্ড করা হবে। সারাদিন ধরে কি করে একটা কুইজের অনুষ্ঠান নিয়ে উন্মাদনা? গতানুগতিকতার ধারায় যেন পর্যবেসিত না হয়ে যায় তাই দর্শকদের জন্য থাকে ঢালাও প্রশ্ন পর্ব আর আকর্ষনীয় পুরস্কার। যারা স্কুল জীবনে কুইজে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাননি তারাও অনায়াসে দর্শক রাউন্ডে এসে যোগদান করে সরাসরি নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেন। অনবরত নতুন প্রশ্নের ঝাঁপি নিয়ে উদ্যোক্তারা হাজির সঙ্গে সঙ্গে নতুন উত্তর দাতাও। উদ্যোক্তারা আরো জানালেন প্রায় ৪০০ দলের রেজিষ্ট্রেশান থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তা পুরোটাই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানশৈলী আর প্রশ্নমালার বৈচিত্রে সৃজনশীলতাই জানার ইচ্ছাটাকে ধরে রাখে একটা পুরোদিন। আর এখানেই সাফল্য ইনফোর এই মেগা কুইজের।

****